সুরা ফাতিহা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

১) ১০২৩(রিয়াদুস সালেহীন)।

হযরত আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন একদিন জীব্‌রাঈল(আঃ) নবী করীম(সাঃ)-এর কাছে বসেছিলেন। তিনি ওপর থেকে কিছু আওয়াজ শুনে মাথা উঠিয়ে দেখে বলেন, এটি হচ্ছে আসমানের একটি দরজা। আজকের দিনে এটি খোলা হয়েছে। কিন্তু ইতোপূর্বে আর কোনদিন এটা খোলা হয়নি। এরপর এ দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করেছেন। হযরত জীবরাঈল(আঃ) বলেন, এ ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন।ইতোপূর্বে আর কখনো সে পৃথিবীতে অবতরণ করেনি। ফেরেশতা তাঁকে (নবী সাঃ) সালাম করে বলেন, সুখবর গ্রহণ করুন, এমন দু'টি নূরের সুখবর গ্রহণ করুন যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। সে দু'টি হচ্ছেঃ সুরা ফাতিহা ও সুরা বাকারার শেষ আয়াত। সে সবের কোন

একটি হরফ পড়লেই আপনাকে তার পুণ্য দেয়া হবে।(মুসলিম ৮০৬)

২) ১০১০(রিয়াদুস সালেহীন)

হযরত আবু সাঈদ রাফি, ইবনে মু'আল্লা(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ(সাঃ) আমাকে বলেছেন, মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বে কুরআনের শ্রেষ্ঠ মর্তবা সম্পন্ন সুরাটি কি আমি তোমাদের জানিয়ে দেব না? একথা বলে তিনি আমার হাত ধরেন।এরপর যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হতে যাচ্ছিলাম, আমি বলেছিলামঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আপনি না বলেছিলেন, আমি অবস্য তোমাকে কুরআনে শ্রেষ্ঠ মর্তবাসম্পন্ন সুরাটি অবগত করাব। উত্তরে তিনি বলেনঃ সুরা ফাতিহা। এতে সাতটি আয়াত রয়েছে।(যা নামাযে বার বার পাঠ করা হয়ে থাকে) আর এটি হচ্ছে উচ্চমর্তবা সম্পন্ন কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে।

(বুখারী,৪৪৭৪,৫০০৬)

৩) ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম(রহঃ).....আবু হুরাইরাহ্(রাযিঃ)থেকে বর্ণিত। নবী(সাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল অথচ তাতে উম্মুল কুরআন

(সুরাহ্ ফা-তিহাহ্) পাঠ করেনি তার সালাত ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেল, পূর্ণাঙ্গ হল না। এ কথাটা তিনবার বলেছেন।আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা যখন ইমামের পিছনে সালাত আদায় করব তখন কী করব? তিনি বললেন তোমরা চুপে চুপে তা পড়ে নাও। কেননা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি মহান আল্লাহ বলেছেনঃ আমার এবং আমার বান্দার মাঝে সালাতকে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে নিয়েছি এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়। বান্দা যখন বলে(সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য) আল্লাহ তা'য়ালা তখন বলেন আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। সে যখন বলে তিনি অতিশয় দয়ালু ও করুণাময়।)আল্লাহতা'য়ালা বলেনঃ আমার বান্দা আমার ন্নপ্রশংসা করেছে। সে যখন বলেঃ (তিনি বিচারদিনের মালিক) তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে আল্লাহ আরও বলেনঃ বান্দা তার সমস্ত কাজ আমার উপর সমর্পন করেছে। (সে যখন বলে, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থণা করি) তখন আল্লাহ বলেন। এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যপার।(এখন) আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়। যখন সে বলে (আমাদের সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করুন। যে সব লোকদের

আপনি নিয়ামত দান করেছেন, তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন আল্লাহ বলেনঃ এ সবই আমার বান্দার জন্যে, এবং আমার বান্দার জন্যে রয়েছে সে যা চায়।

সুফিয়ান বলেন, আমি আলা ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াকুবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করে শুনান। এ সময় তিনি রোগশয্যায় ছিলেন এবং আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

(মুসলিম)

.....